পাঠক ফোরাম

স্বপ্নের বিশ্বকাপ

জ্বরের তাপে পুড়ছে পৃথিবী, বিশ্বকাপ ফুটবলের এই জ্বর উত্তপ্ত করে তুলেছে বাংলাদেশের ফুটবলপ্রেমী সাধারণ মানুষকেও। একটি স্বাধীন দেশে অন্য কোনো দেশের পতাকা উত্তোলনের যে সাধারণ নিয়ম (স্বাগতিক দেশের পতাকাসহ অন্য দেশের পতাকা উত্তোলন) তা অনুসরণ না করে বিশ্বকাপে অংশ নেয়া নিজ নিজ কাঙ্ক্ষিত দলের পতাকা উড়িয়ে এই শ্রেণীর প্রেমিকের একটি অংশ প্রকাশ করছেন ফুটবল খেলোয়াড়, দল এবং বৃহদার্থে ফুটবলের প্রতি তাদের আকর্ষণ, ভালোবাসা। আমাদের ফুটবলের বর্তমান প্রেক্ষাপট আমাদের কোনো আশার কথা শোনায় না, আমাদের ফুটবলারদের একঘেয়ে পারফরমেন্স আমাদের হতাশ করে, আন্তর্জাতিক ফুটবল অঙ্গনে বাংলাদেশের অবস্থান আমাদের শুধু লজ্জাক্রান্তই করে, আমাদের ফুটবলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা বড্ড বেশি অনিশ্চিত— এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশীদের ফুটবলের প্রতি উদ্‌গ্রীবতা অবাক করার মতো।

শামীম আনসারী সুমন, প্রাণিবিদ্যা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

দায়িত্ববোধ

বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ইদানীং সিনিয়র টিচাররা বিশেষ করে বিভাগীয় প্রধানগণ কোনো ক্লাস নেয়া একরকম ছেড়েই দিয়েছেন। অথচ অভিজ্ঞ সিনিয়র প্রফেসর হিসেবে তাদের ক্লাস নেয়াটা অত্যন্ত জরুরি। তাদের অনেকে প্রায়শই কলেজ বা ডিপার্টমেন্টে অনুপস্থিত থাকেন যা অত্যন্ত দুঃখজনক। কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষও এদিকে নজর দেবার ব্যাপারে অনেকটাই উদাসীন। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ তাদের দায়িত্বের প্রতি যত্নশীল হবেন এবং সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও এদিকে নজর দেবেন এটাই আমাদের কাম্য।

জনৈক ছাত্র
সরকারি জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা

ভ্রমণে পড়া

ট্রেন বা বাস ভ্রমণে দেখা যায়, অনেকে অনেকগুলো ম্যাগাজিন কিনে অনবরত পড়তে থাকেন ভ্রমণের শেষ সীমায় পৌঁছা পর্যন্ত। অনেকে বমি করতে থাকেন। কারণটা কি? আমরা যখন চলমান অবস্থায় থাকি শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকে সচল। যখনই চোখ স্থির হয়ে যায় ম্যাগাজিনের পাতায় তখনই বাঁধে গোল। চোখের কর্নিয়া থেকে রেটিনা, আর রেটিনার সংবেদী স্নায়ু অপটিক নার্ভ চলে যায় মগজের ১৭, ১৮, ১৯ এলাকায়। চলতে থাকে স্থির এবং চলনের মধ্যে বাকযুদ্ধ। মগজের মোটর এলাকা থেকে বিচারকের আসনে। এক সময় দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে এবং অষ্টম স্নায়ুর Vestibular Portion তার তাল হারিয়ে ফেলে, মেডুলার Vomiting Center উত্তেজিত হয়, ভ্রমণকারী বমি করতে থাকেন। যা নিজের জন্য, পাশের যাত্রীর জন্য বিরক্তিকর। আর তাই যাত্রীদের প্রতি অনুরোধ, আপনারা ম্যাগাজিন পড়ুন, তবে রয়ে সয়ে, থেমে থেমে। তাহলে বমি বা মাথাব্যথা কম হবে।

ডা. মোস্তফা আব্দুর রহিম
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

ধর্ষণ এবং চলচ্চিত্র

আমাদের দেশের চলচ্চিত্রে গত ৩/৪ বছর ধরে অশ্লীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে বাড়াবাড়ি রকমের। খোলামেলাভাবে ধর্ষণের দৃশ্য এবং নগ্নতার দৃশ্যগুলো সিনেমার পর্দায় দেখে নৈতিক বিপর্যয় নেমে আসছে কিশোর-তরুণ-যুবকদের মানসিকতায়। ইদানীং পত্রিকাগুলোতে প্রতিদিনই যে অনাকাঙ্ক্ষিত সংবাদটি অবশ্যম্ভাবী তা হচ্ছে ধর্ষণ। যদি চলচ্চিত্রে নগ্নতা এবং স্পর্শকাতর দৃশ্যগুলোর ব্যাপারে রক্ষণশীল ভূমিকা থাকতো তবে ধর্ষণের ঘটনা এতো বৃদ্ধি পেত না বলেই মনে হয়। এজন্য সেন্সর বোর্ডের সচেতনতা এবং কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোশারফ হোসেন রানা
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম

বাংলাদেশের সাফল্য

বাংলাদেশের খাবার স্যালাইন সারা বিশ্বে এখন শিশুদের জীবন বাঁচাচ্ছে। ১৯৬৮ সালে আইসিডিডিআরবি আবিষ্কৃত লবণ, পানি আর চিনি বা গুড়ের মিশ্রিত খাওয়ার স্যালাইন সারা বিশ্বে আজ ডায়রিয়া আক্রান্ত ৪ কোটি শিশুর জীবন রক্ষা করছে, শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে এনেছে। নিউইয়র্কের জাতিসংঘ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ সাফল্যকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন আইসিডিডিআরবি পরিচালক ড. ডেভিড সেক্। স্বল্প খরচের খাবার স্যালাইন সারা বিশ্বে ডায়রিয়ার মৃত্যুর হার বছরে ৫০ লাখ থেকে এখন ১৫ লাখে নেমে এসেছে। ঢাকায় শুধু আইসিডিডিআরবি হাসপাতালে যেখানে বছরে প্রায় ১০ হাজার শিশু ডায়রিয়ায় মারা যেত এখন সেখানে এই হাসপাতালে শতকরা ৯৯.৭ ভাগ শিশু শুধু খাবার স্যালাইনের গুণে বেঁচে যায়।

ডা. ম. মুনীর
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ

প্রকৃতি প্রেমিক

সামনে বর্ষা। বৃক্ষ রোপণের সময়। আর স্লোগান নয়, সেমিনার নয়; শিশু, যুবক, বৃদ্ধরা সবাই মিলে গাছ লাগাই। রাস্তার পাশে, বাড়ির আঙিনা, ছাদে একটি করে গাছ। শিমুল, কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, বকুল, বাগান বিলাস, মাধবীলতা যেকোনো গাছ। ফুলে ফুলে ভরে থাক ঢাকার আনাচ-কানাচ।

নির্জন মমিন
যান্ত্রীয় সভা, ধানমন্ডি, ঢাকা

সাহসী মুমু

গর্ব করার মতো আমাদের অনেক কিছুই আছে। যেমন আছে '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতার জন্য বাঙালি জাতি যেভাবে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলো এবং অন্যায়ের কাছে মাথানত করেনি, তেমনি আজ একুশ শতকের বাংলাদেশেও যখন মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্নভাবে মার খাচ্ছে, ঠিক তখনি একটা আশার প্রদীপ জ্বালালো ইউকসু'র বার্ষিকী সম্পাদিকা মুমু। যতটুকু জানতে পেরেছি 'মুমু' ইউকসু'র বার্ষিকী ম্যাগাজিনে রাজাকারদের নিয়ে সম্পাদকীয় লেখায় ইউকসুর শিক্ষক, ছাত্রদল নেতারা তা মেনে নিতে পারেনি। তারা বিভিন্নভাবে মুমুকে তার লেখা প্রত্যাহার করার জন্য চাপ দেয়। কিন্তু মুমু তার সিদ্ধান্তে অটল থেকে তাদের জানিয়ে দেন, তিনি তার লিখা প্রত্যাহার করবেন না। বরং পদত্যাগ করবেন।

ইকবাল
e-mail iqbal 111bd@yahoo.com

বেসরকারি দায়িত্ব

বিগত সরকারের পতনের মূলে বিশেষ কারণের উল্লেখযোগ্য একটি ছিল মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের ভাই, ভাতিজা, ভাগ্নে বা নিকটাত্মীয়দের দ্বারা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের নির্যাতিত হওয়ার অসংখ্য ঘটনা। দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ মন্ত্রীদের দোহাই দিয়ে এলাকায় প্রভাব বিস্তার থেকে শুরু করে জমি দখল, বাড়ি দখল, মার্কেট দখল ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের হীন কার্যকলাপের জন্য সমাজের মানুষ যখন অতিষ্ঠ, তখনই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষ তাদের বিপক্ষে রায় দিয়ে কিছুটা হলেও প্রশান্তি অনুভব করেছিল। অনেক আশা নিয়ে জনগণ চারদলীয় জোটকে ভোট দিয়ে দেশের শাসনভার তুলে দিয়েছিল। বিগত সরকারের মন্ত্রীর নিকটাত্মীয়দের দাপটের কারণে জনগণের মধ্যে যে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তা থেকে বিএনপি সরকার শিক্ষা নেবে এটা সবাই আশা করেছিল। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। এবার কোনো মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীর আত্মীয় নয়, স্বয়ং 'প্রধানমন্ত্রীর বেয়াই'-এর দোহাই দিয়ে মোকাদ্দেস নামের জনৈক ভদ্রলোক এতদঞ্চলে এক নীরব সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে চলেছেন। উনি 'প্রধানমন্ত্রীর বেয়াই'। কাজেই থানা কোন কেস্ নেবে বা কোনটা নেবেন না, তা তার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে। ভদ্রলোক টিঅ্যান্ডটি'এর একজন অপারেটর হিসেবে চাকরি শেষে সম্প্রতি এলপিআর-এ রয়েছেন। সরকারি চাকরি চলে গেলেও তিনি একটি বেসরকারি দায়িত্ব পেয়েছেন।

মারুফ হাসান, কলেজপাড়া, মাগুরা

টোকাই

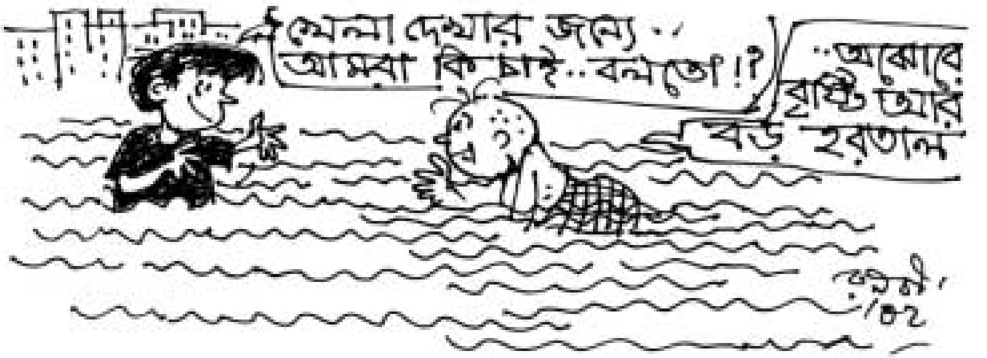
খেলা দেখার জন্যে..
আমরা কি চাই..বলতো!?
..অঝোরে বৃষ্টি আর বড় হরতাল

বুদ্ধিজীবী সন্ত্রাস

আমি সাপ্তাহিক ২০০০-এর নতুন পাঠক। আসলে পত্রিকাটি সবদিক থেকে শ্রেষ্ঠ। নিরপেক্ষতার বিচারে আমি এক নম্বরে স্থান দেই। এর প্রতিটি লেখা সাহসের পরিচয় দেয়। আমি পত্রিকাটির মাধ্যমে জানতে পারলাম কয়েকজন কলমবাজ সন্ত্রাসী একটি রাজনৈতিক দলের নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠিত অভিনেতা সেজে বসে আছে। এরাই মূলত বাঙালি জাতিকে তাদের অবাধ্য লেখনীর মাধ্যমে বিভক্ত করতে সচেষ্ট। এদের বিরুদ্ধে সচেতন হোন। ছিঃ আগা চৌ, মুনতাসীর মামুন, এবিএম মূসা, আবেদ খান তোমাদের ধিক্কার দেই। ধিক্কার দেই তোমাদের। সফলতা কামনা করি প্রিয় পত্রিকা সাপ্তাহিক ২০০০-এর।

রাশেদ চৌধুরী
পুরাতন মুহুরীগঞ্জ, ফেনী

জানতে চাই

শত প্রতিকূলতার মধ্যেও সাপ্তাহিক ২০০০কে পেলে প্রাণ ফিরে পাই। দীর্ঘ চার বছরের সঙ্গে বিগত বিচিত্রার প্রায় আট বছরের প্রতিটি কপি আমার সংগ্রহ করা আছে। ইদানীং বিশেষ সংখ্যাগুলো, বিশেষ করে ৪র্থ বর্ষ পূর্তি কপিতে প্রায় ৭০/৭৫ পৃষ্ঠাই বিজ্ঞাপনে ভরা। বিগত ঈদুল আযহা সংখ্যাতেও গল্পগুলো পাইনি। হকারকে কপি পাল্টিয়েও পরের সংখ্যায় একই অবস্থা কেন? রিজিয়া রহমান, হাসনাত আবদুল হাই, রনবী, আরো নাম না জানা প্রবীণ লেখকরা লিখছেন না কেন? ছিটমহল চরাঞ্চল ও বেদেদের জীবন নিয়ে কি ২৪ ঘন্টা করা যায় না।

দিলরুবা নাসির
দক্ষিণ চটা, কুমিল্লা

সন্ত্রাসীদের বিচার

বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রতা, দলীয় প্রশ্রয় ইত্যাদি নানা কারণে সন্ত্রাসীদের প্রকৃত বিচার করা হয়ে ওঠে না। ফলে অনেক সন্ত্রাসী দাম্ভিকতার সুরে বলে, ‘সন্ত্রাসীদের কোনো বিচার হয় না, আমারও হবে না।’ রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠার কারণেই সন্ত্রাসীরা এসব কথা দাম্ভিকতার সুরে বলতে পারে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের যে দৃষ্টিভঙ্গি তার ফলেও দেশে হত্যাকান্ড ঘটে চলেছে অহরহ, বেড়ে চলছে সন্ত্রাসী কার্যক্রম।

ইরফান
মার্কেটিং বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

কেন এই ব্যর্থতা

পার্শ্ববর্তী দেশে সাফল্যজনকভাবে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করা যায়। তাদের দেশে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছাড়াই এ কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। অথচ আমাদের প্রচুর আধুনিক এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও এ প্রচেষ্টা আমরা কখনো করিনি বা চেষ্টাও হয়নি। আমাদের দেশে কতো ডিগ্রিধারী বড় বড় ডাক্তার রয়েছেন, তারা কি পারেন না এই সফলতা দেখাতে?

সৈয়দ বজলুল করিম
পিলখানা, ঢাকা

মানুষের জন্য ধর্ম

আমাদের সমাজে এমন অনেকেই আছেন যারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মৃত্যুর খবর শোনামাত্র বলে থাকেন ‘ফিন্‌নারে জাহান্নামে খালেদিনা’– এই বাক্যের স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ স্বধর্মী ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদেরও এক বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। মানুষের মঙ্গলার্থে তথা মহান রাব্বুল আলামিনকে পাওয়ার নিমিত্তে যদি ধর্ম হয়ে থাকে, তাহলে কেউ বিধর্মী (?) হওয়ার সুবাধে (?) তার মৃত্যুতে এ ধরনের বাক্য উচ্চারণ করা কি প্রত্যাশিত কিংবা শোভনীয় বা সমীচীন? সৃষ্টিকর্তা হিসেবে পরম করুণাময় মহান আল্লাহ অতীব মহান। তার মহত্ত্বের কথা লিখতে গিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পানিও শুকিয়ে যাবে– পারলৌকিক কোনো কিছু দিয়েই তার প্রশংসা তথা গুণকীর্তন করা যাবে না। মানুষ তথা জীব মাত্রই মরণশীল। মৃত্যুর পর কে স্বর্গে আবার কেইবা নরকে যাবে তার সার্টিফিকেট এই মর্তের বাসিন্দাদের কেউ কি দিতে পারেন? তবে কেনই বা এ মানবতাবিরোধী উচ্চারণ ধর্ম তো মানুষের জন্যই, মানুষ ধর্মের জন্য নয়।

মোহাম্মদ রফিকুল্লাহ্ এমরান
ডাকঘর, বানসা বাজার
চাটখিল, নোয়াখালী

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০,
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড,
ঢাকা-১০০০

এইড্‌স আতঙ্ক

বাংলাদেশ এবং বিশ্ব প্রেক্ষাপটে এইচআইভি/এইড্‌স এখন কঠিন বাস্তবতা। এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে আমাদের প্রত্যেকের সাবধান হতে হবে। কারণ এইচআইভি/ এইড্‌স রক্ত পরিসঞ্চালন দাঁতের চিকিৎসা, সার্জিকাল চিকিৎসার অসতর্কতার ফোকর গলে চলে আসতে পারে আপনার ঘরে। আপনার সহজ-সরল, ধার্মিক স্ত্রী, কন্যা, জননীরা অসর্তকতার কারণে নাক ফোঁড়াতে, কান ফোঁড়াতে গিয়েও এইচআইভি/এইড্‌স আক্রান্ত হয়ে যেতে পারেন। সুতরাং সাবধানতা প্রয়োজন।

ডা. মোস্তফা আবদুর রহিম,
সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র,
মিরপুর, ঢাকা

যুগের দাবি

আমাদের দেশের সরকারপ্রধানদের সিদ্ধান্ত নিতে এবং পাল্টাতে সময় লাগে না। যখন যা খুশি তাই করবেন, এটাই তাদের বৈধ নীতি। সম্প্রতি স্যাটেলাইট চ্যানেল বন্ধের ক্ষেত্রেও তাই করলেন। মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত পাল্টে গেলো। হঠাৎ করেই ১৩টি চ্যানেল বন্ধ থাকবে বলে দেশবাসী যতটা না অবাক হয়েছেন, তার থেকে বেশি অবাক হয়েছেন ১৩টি থেকে দুটোতে নেমে আসায়। দেশের বিনোদন মাধ্যম চলচ্চিত্র আজ নানা অভিযোগে অভিযুক্ত। বিটিভি মানসম্মত অনুষ্ঠান প্রচারে ব্যর্থ। একুশের সংবাদ ছাড়া তেমন কোনো জনপ্রিয় অনুষ্ঠান নেই, দুই-একটি নাটক ছাড়া। চ্যানেল আই এবং এটিএনও দর্শকের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ। এ ধরনের হঠাৎ সিদ্ধান্ত কতটা যৌক্তিক জানা প্রয়োজন। যুগের পরিবর্তনের সাথে আমাদের মনমানসিকতারও পরিবর্তন হচ্ছে। হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবো না।

শিল্পী, পপুলার হাউজিং-২, ঢাকা- ১২১৬